দৈনিক করতোয়া রোববার ১৪ শ্রাবণ ১৪২৫ : ২৯ জুলাই ২০১৮

বাংলাদেশকে এখন জলবায়ু পরিবর্তনসহিষ্ণু দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে

পরিবেশমন্ত্রী

বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে "ট্রান্সফর্মিং বারিন্দ ল্যান্ডস্কেপ" শীর্ষক দুই দিনব্যাপি এক কর্মশালা গত শুক্রবার শেষ হয়েছে। বারিন্দ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার জন্য সঠিক অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ করছেন। যার ফলে বাংলাদেশকে (৭ পৃঃ ৪ কঃ দ্রঃ)

বাংলাদেশকে এখন জলবায়ু

(৩ এর পাতার পর)

জলবায়ু পরিবর্তনে বিপদাপন্ন দেশ হিসেবে না দেখে জলবায়ু পরিবর্তনসহিষ্ণু দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও দিক-নির্দেশনারজন্য। সরকার এখন মাল্টি-সেক্টরালও অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন এপ্রোচে কাজ করছে এবং বরেন্দ্রভূমি জলবায়ু পরিবর্তনে একটি হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চলমান এ উদ্যোগটি বরেন্দ্রভূমির সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।"

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া'র মহাপরিচালক ড. এম এ মতিন স্বাগত বক্তব্যে বলেন, সূচনালগ্ন হতেই আরডিএ ও বিএমডিএ সেচ ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। আরডিএ উদ্ভাবিত সবুজ প্রযুক্তিগুলো বরেন্দ্রভূমির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. সারা সের, প্রেসিডেন্ট ও সিইও, ইকো-এগ্রিকালচারপার্টনার, ওয়াশিংটন ডিসি। ড. সারা বলেন, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে ইন্টিগ্রেটেড ল্যান্ডস্কেপ ম্যানেজমেন্ট এপ্রোচ বাস্তবায়ন করা সহজ হবে। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার আব ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ডেভেলপমেন্টের পরিচালক জলবায়ু বিজ্ঞানী ড. সামিউল হক বলেন, বরেন্দ্রভূমির উপর গবেষণা কাজে সমন্বয় সাধন করা দরকার এবং এর জন্য তার সেন্টার কাজ করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ প্রোগ্রাম, ২০৩০ ডব্লিউআরজির কো-অর্ডিনেটরসাঈফ তানজিম কাইয়ুম। কর্মশালায় ৬০ জন গবেষক, বিজ্ঞানী ও প্রফেশনাল অংশগ্রহণ করছেন। খবর বিজ্ঞপ্তির।